আল্লাহর রাসূল (সা.)
দৈনন্দিন জীবনে যে সব

যিকির ও দু'আ

পড়তেন

সংকলনে
মুহাম্মদ গোলাম মাওলা

আল্লাহর রাসূল সা. দৈনন্দিন জীবনে যেসব যিকির ও দু'আ পড়তেন

সংকলনে
মুহাম্মদ গোলাম মাওলা

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন ❐ বাংলাবাজার ❐ মগবাজার

www.amarboi.org

আল্লাহর রাসূল সা. দৈনন্দিন জীবনে যেসব যিকির ও দু'আ পড়তেন
সংকলনে : মুহাম্মদ গোলাম মাওলা

গ্রন্থস্বত্ব : সংকলক

প্রকাশক
মাওলা প্রকাশনী
বড় মগবাজার, ঢাকা
ফোন : ৮৩৫৩১২৭, ০১৯২২-৭০৪২১০

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন, বাংলাবাজার, মগবাজার

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ২০১১, চৈত্র-১৪১৭, রবি. সানি-১৪৩২
এগারতম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি-২০১৫, ফাল্গুন-১৪২১, রবিউস সানি-১৪৩৬

প্রচ্ছদ
নাসির উদ্দীন

কম্পোজ ও মুদ্রণ
র‍্যাক্স কম্পিউটার
৩১১ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট (২য় তলা)
কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০

মূল্য : পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র

www.amarboi.org

সূচিপত্র

❖ যিকির বা দু'আ সম্পর্কে আল কুরআন ॥ ৯

❖ যিকির বা দু'আ সম্পর্কে আল হাদীস ॥ ৯

❖ দু'আ কবুল হওয়ার শর্ত ॥ ১০

❖ যাদের দু'আ আল্লাহ কবুল করেন ॥ ১১

❖ দু'আ কবুল হওয়ার বিশেষ সময় ॥ ১১

❖ দু'আ কবুল হওয়ার উত্তম স্থান ॥ ১২

১. জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দু'আ ॥ ১৩

২. পরকালের আযাব থেকে মুক্তির দু'আ ॥ ১৩

৩. ক্ষমার জন্য দু'আ ॥ ১৪

৪. মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ॥ ১৪

৫. কঠিন রোগ থেকে মুক্তির দু'আ ॥ ১৫

৬. রোগ মুক্তির দু'আ বা আয়াতে শেফা ॥ ১৫

৭. চোখের জ্যোতি বৃদ্ধির জন্য দু'আ ॥ ১৬

৮. মাথা ব্যথা দূর করার জন্য দু'আ ॥ ১৬

৯. বিপদ মুক্তির জন্য দু'আ ॥ ১৬

১০. অনুগত সন্তানের জন্য দু'আ ॥ ১৭

১১. সন্তান সংশোধনের জন্য দু'আ ॥ ১৭

১২. কবরের আযাব থেকে মুক্তির দু'আ ॥ ১৮

১৩. ইসতেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা করার) সর্বশ্রেষ্ঠ দু'আ ॥ ১৮

১৪. জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার দু'আ ॥ ২০

১৫. একটি মূল যিকির ॥ ২০

১৬. দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য দু'আ ॥ ২০

১৭. দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির দু'আ ॥ ২১

১৮. হেদায়াত লাভের দু'আ ॥ ২১

www.amarboi.org

১৯. শিরক থেকে বাঁচার দু'আ ॥ ২১
২০. কোন লোক বিপদের সম্মুখীন হলে দু'আ ॥ ২২
২১. শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্তির দু'আ ॥ ২২
২২. উত্তম মৃত্যুর দু'আ ॥ ২৩
২৩. মৃতদের জন্য ক্ষমা চেয়ে দু'আ ॥ ২৩
২৪. অসুস্থ রোগীকে দেখতে যাওয়ার দু'আ ॥ ২৩
২৫. মৃত্যুর সংবাদ শুনে বা কোন কিছু হারিয়ে গেলে দু'আ ॥ ২৪
২৬. কবরবাসীকে সালাম দেয়ার দু'আ ॥ ২৪
২৭. যাকাত বা দান কবুলের দু'আ ॥ ২৪
২৮. উপকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দু'আ ॥ ২৪
২৯. দু'আ মাছুরা ॥ ২৫
৩০. দু'আ কুনূত ॥ ২৫
৩১. আয়াতুল কুরসী ॥ ২৬
৩২. সূরা মুমিন-এর ১-৩ নং আয়াত ॥ ২৭
৩৩. গোনাহ মুক্তির জন্য দু'আ ॥ ২৮
৩৪. হেদায়াতের পথে টিকে থাকার দু'আ ॥ ২৮
৩৫. পিতা-মাতার জন্য সন্তানের দু'আ ॥ ২৮
৩৬. পরিবার-পরিজনের জন্য দু'আ ॥ ২৯
৩৭. হালাল উপার্জনের দু'আ ॥ ২৯
৩৮. নিদ্রা যাওয়ার দু'আ ॥ ৩০
৩৯. নিদ্রা থেকে উঠার পর দু'আ ॥ ৩০
৪০. পায়খানায় প্রবেশের দু'আ ॥ ৩০
৪১. ইসতিনজার পরের দু'আ ॥ ৩০
৪২. মসজিদে প্রবেশ করার দু'আ ॥ ৩১
৪৩. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দু'আ ॥ ৩১
৪৪. খাবার শুরু করার দু'আ ॥ ৩১

www.amarboi.org

৪৫. খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে তার দু'আ ॥ ৩১
৪৬. খাবার শেষ করে দু'আ ॥ ৩১
৪৭. বাড়ী থেকে বের হওয়ার দু'আ ॥ ৩২
৪৮. সফরে বের হওয়ার দু'আ ॥ ৩২
৪৯. নৌকায় আরোহণের দু'আ ॥ ৩২
৫০. যানবাহনে উঠার দু'আ ॥ ৩৩
৫১. যানবাহন থেকে নামার দু'আ ॥ ৩৩
৫২. বাড়ীতে ফেরার পর দু'আ ॥ ৩৩
৫৩. যে কোন বিপদ মুসিবতের জন্য দু'আ ॥ ৩৪
৫৪. ইফতারের দু'আ ॥ ৩৪
৫৫. কবর যিয়ারতের দু'আ ॥ ৩৪
৫৬. সাইয়েদুল ইসতেগফার : ক্ষমা প্রার্থনার সর্বোত্তম দু'আ ॥ ৩৪
৫৭. সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত ॥ ৩৫
৫৮. গুরু দায়িত্বভার থেকে মুক্তির দু'আ ॥ ৩৭
৫৯. সূরা নাস সূরা ফালাক, সূরা ইখলাস ॥ ৩৭
৬০. হঠাৎ মৃত্যু থেকে পানাহ চেয়ে দু'আ ॥ ৩৯
৬১. বার্ধক্যজনিত কষ্টের মাধ্যমে মৃত্যু থেকে পানাহ চেয়ে দু'আ ॥ ৪০
৬২. মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে মুক্তির দু'আ ॥ ৪০
৬৩. নতুন কাপড় পরিধান করার সময় দু'আ ॥ ৪০
৬৪. শরীর থেকে কাপড় খোলার দু'আ ॥ ৪১
৬৫. কোন বিপদগ্রস্তকে দেখলে দু'আ ॥ ৪১
৬৬. শত্রুর পক্ষ থেকে ভয় অনুভব হলে দু'আ ॥ ৪২
৬৭. শত্রুবেষ্টিত স্থানে আটক হয়ে গেলে দু'আ ॥ ৪২
৬৮. ঝড়-তুফানের সময় দু'আ ॥ ৪২
৬৯. কোথাও আগুন লাগলে করণীয় ॥ ৪২
৭০. তিলাওয়াতে সাজদার দু'আ ॥ ৪৩

www.amarboi.org

৭১. কুরআন তিলাওয়াত শেষে দু'আ ॥ ৪৩
৭২. সহবাসের দু'আ ॥ ৪৪
৭৩. নতুন চাঁদ দেখলে দু'আ ॥ ৪৪
৭৪. রজব মাসের চাঁদ দেখে দু'আ ॥ ৪৪
৭৫. শবে কদরে দু'আ ॥ ৪৫
৭৬. আয়নায় মুখ দেখে দু'আ ॥ ৪৫
৭৭. আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় দু'টো বাক্য ॥ ৪৫
৭৮. সত্য-মিথ্যা চেনার দু'আ ॥ ৪৫
৭৯. আল্লাহর পছন্দনীয় পথে চলার দু'আ ॥ ৪৬
৮০. দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দু'আ ॥ ৪৬
৮১. সন্তান লাভের দু'আ ॥ ৪৬
৮২. আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার দু'আ ॥ ৪৭
৮৩. আয়েশা রা. পঠিত দু'আ ॥ ৪৭
৮৪. মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ ॥ ৪৭
৮৫. মুয়ায রা. পঠিত দু'আ ॥ ৪৮
৮৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর দু'আ ॥ ৪৮
৮৭. দাওয়াত খাওয়ার পর দু'আ ॥ ৪৯
৮৮. ক্রোধ দমনের দু'আ ॥ ৪৯
৮৯. উপরে উঠা ও নীচে নামার দু'আ ॥ ৪৯
৯০. চারটি মূল কালিমা একত্রে পড়া ॥ ৪৯
৯১. ঋণ পরিশোধের দু'আ ॥ ৫০
৯২. নেক লোকদের জন্য দু'আ ॥ ৫০
৯৩. হাঁচি দিয়ে দু'আ ও হাঁচির উত্তরে দু'আ ॥ ৫০
৯৪. একশত বার যিকিরের তাসবীহ ॥ ৫১
৯৫. দুরূদ শরীফ : দুরূদে ইব্রাহিম ॥ ৫১
৯৬. ঈদের তাকবীর ॥ ৫২

www.amarboi.org

৯৭. কুরবানীর যিকির বা দু'আ ॥ ৫২
৯৮. জান্নাত লাভের দু'আ ॥ ৫৩
৯৯. হেফাযতের দু'আ ॥ ৫৩
১০০. আনন্দ লাভের দু'আ ॥ ৫৩
১০১. নামাযে রুকু থেকে দাঁড়িয়ে এ অবস্থায় দু'আ ॥ ৫৪
১০২. সিজদারত অবস্থায় দু'আ ও যিকির ॥ ৫৪
১০৩. নামাযে দুই সিজদার মাঝে বসা অবস্থায় দু'আ ॥ ৫৫
১০৪. তাশাহহুদের দু'আ ॥ ৫৬
১০৫. নামাযের তাশাহহুদের পর দু'আ ॥ ৫৬
১০৬. কুনুতে নাযেলা ॥ ৫৭
১০৭. ৯৯টি রোগের নিরাময় ও দুশ্চিন্তা দূর করার আমল ॥ ৬০
১০৮. আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি গুণবাচক নাম ॥ ৬১
১০৯. কালিমাসমূহ ॥ ৬৩

www.amarboi.org

যিকির বা দু'আ সম্পর্কে আল কুরআন

১। আল্লাহর যিকিরই (স্মরণই) সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। (সূরা আনকাবূত : ৪৫)

২। তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব। (সূরা বাকারা : ১৫২)

৩। যাহারা দাঁড়াইয়া বসিয়া ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহর যিকির করে তাঁহারা বুদ্ধিমান। (সূরা আলে ইমরান : ১৯১)

৪। হে ঈমানদারগণ! অধিক পরিমাণে আল্লাহ তা'আলার যিকির কর এবং সকাল সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ কর। (সূরা আহযাব : ৪২)

৫। যারা অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকিরকারী পুরুষ ও নারী হবে, আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান। (সূরা আহযাব : ৩৫)

৬। সূর্যোদয়ের পূর্বে সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং রাত্রির কিছু অংশে এবং দিবাভাগের উভয় প্রান্তে, যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইতে পার। (সূরা ত্বাহা : ১৩০)

যিকির বা দু'আ সম্পর্কে আল হাদীস

১. আল্লাহর যিকির এতবেশী পরিমাণে কর যেন লোক তোমাকে পাগল মনে করে। (মুসনাদে আহমাদ)

২. যে আল্লাহর যিকির করে এবং যে আল্লাহর যিকির করে না, তাহাদের তুলনা জীবিত ও মৃতের ন্যায়। (বুখারী, মুসলিম)

৩. রাসূল সা. বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি হরফ পাঠ করে সে তার বিনিময়ে একটি নেকি পায়; আর একটি নেকি হবে দশটি নেকির সমান আমি আলিফ লাম মীমকে একটি হরফ বলছি না। বরং

www.amarboi.org

আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ। (তিরমিযী, সহীহ জামে সগীর ৫/৩৪০)

৪. যে গৃহে আল্লাহর যিকির হয় ও যে গৃহে হয় না, ঐ গৃহের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের ন্যায়। (বুখারী, ফাতহুল বারী ১১/১০৮)

৫. আবদুল্লাহ ইবনে বুশর রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামের বিধি-বিধান আমার জন্য বেশী হয়ে গেছে, কাজেই আমাকে এমন একটি উপদেশ দিন, যা আমি শক্ত করে আঁকড়ে ধরবো। রাসূল সা. জবাবে বললেন : তোমার জিহ্বা যেন সর্বক্ষণ আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে। (তিরমিযী ৫/৪৫৮; ইবনে মাজা ২/১২৪৬)

৬. রাসূল সা. বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা করে আমি ঠিক তেমন ধারণা করি। সে যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথে থাকি। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে আমিও আমার মনের মধ্যে তাকে স্মরণ করি। আর যদি সে কোন সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে এর চাইতে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। আর সে যদি আমার দিকে অর্ধহাত এগিয়ে আসে আমি এগিয়ে আসি তার দিকে এক হাত। আর সে এক হাত এগিয়ে এলে, আমি তার দিকে দু'হাত এগিয়ে আসি। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। (বুখারী ৮/১৭১; মুসলিম ৪/২০৬১)

৭. দান হইতে যিকির উত্তম।

৮. যিকির কবর আযাব হইতে মুক্তি দেয়।

৯. যিকিরে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়।

দু'আ কবুল হওয়ার শর্ত

১। হারাম খাদ্য ও পোশাক থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

২। হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকা।

www.amarboi.org

৩। সুর করে দু'আ পাঠ থেকে বিরত থাকা।

৪। ছন্দবদ্ধ দু'আ থেকে বিরত থাকা।

৫। অন্তর থেকে দু'আ পাঠ করা।

৬। দু'আর ফলাফল লাভের জন্য তাড়াহুড়া না করা।

৭। সুখ-দুখ সর্ব অবস্থায় দু'আ করা।

যাদের দু'আ আল্লাহ কবুল করেন

১। গৃহহীন ও অসহায় মানুষের দু'আ।

২। সন্তানের জন্য বাবা-মায়ের দু'আ।

৩। শিক্ষকের দু'আ।

৪। বৃদ্ধদের দু'আ।

৫। অসুস্থ ব্যক্তির দু'আ।

৬। মুসাফির বা ভ্রমণকারীর দু'আ।

৭। একজনের অনুপস্থিতিতে অপরের দু'আ।

৮। রোযাদারের দু'আ।

৯। একজন হাজীর বাড়ি ফেরার পূর্ব পর্যন্ত দু'আ।

১০। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে নির্যাতিত ব্যক্তির দু'আ।

১১। ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রনায়কের দু'আ।

দু'আ কবুল হওয়ার বিশেষ সময়

১। আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ।

২। ফরয সালাতের পরের দু'আ।

৩। সিজদারত অবস্থায় দু'আ।

www.amarboi.org

৪। জমজমের পানি পান করার সময়ের দু'আ।

৫। যে স্থানে যিকির এবং কুরআনের আলোচনা করা হয়।

৬। তাহাজ্জুদ নামাযের সময়ের দু'আ।

৭। সাহরীর সময়ে দু'আ।

৮। ইফতারের সময়ে দু'আ।

৯। প্রতি শুক্রবার এবং শনিবার আসর নামায থেকে মাগরিব নামাযের আগ পর্যন্ত দু'আ।

১০। বৃষ্টি বর্ষণের সময়ের দু'আ।

১১। মোরগ ডাকার সময়ের দু'আ।

১২। সালাতের ভেতর সূরা ফাতেহা পাঠ শেষে আমীন বলার সময় দু'আ।

১৩। রমযানে কদরের রাতের দু'আ।

১৪। যিলহজ মাসে প্রথম দশ দিনের দু'আ।

দু'আ কবুল হওয়ার উত্তম স্থান

১। কাবাঘরের ভেতরে দু'আ করা।

২। কাবাঘর তাওয়াফ করার সময় দু'আ করা।

৩। সাফা পাহাড়ের উপর দু'আ করা।

৪। মারওয়া পাহাড়ের উপর দু'আ করা।

৫। সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দু'আ করা।

৬। আরাফাতের দিন আরাফার ময়দানে দু'আ করা।

৭। মুযদালিফায় মাশ্আরুল হারাম নামক জায়গায় দু'আ করা।

৮। হজের সময় ১১ ও ১২ যিলহজ তারিখে ছোট জামারায় পাথর নিক্ষেপের পর দু'আ করা।

www.amarboi.org

যিকির করার জন্য কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য দু'আ আছে। সবগুলো নিয়মিত পাঠ করা কঠিন। তাই যে সমস্ত দু'আর ফযিলত বা মর্যাদা কুরআন ও হাদীসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেবলমাত্র সেইগুলো থেকে কিছু দু'আ ও যিকির নিজের পছন্দ ও প্রয়োজন অনুসারে বেছে নিয়ে নিয়মিত আমল করা যায়।

১. জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দু'আ

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا ـ

উচ্চারণ : রব্বি যিদনী ইলমা- ।

অর্থ : হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। (সূরা ত্বাহা : ১১৪)

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ ـ

উচ্চারণ : রব্বিশরাহ্ লী সাদরী ওয়া ইয়াসসির লী আমরী ওয়াহলুল উকদাতাম মিললিসানী ইয়াফকাহূ কাউলী।

অর্থ : হে আমার রব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরা ত্বাহা : ২৫-২৮)

২. পরকালের আযাব থেকে মুক্তির দু'আ

رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

উচ্চারণ : রাব্বানা ইন্নানা আ-মান্না ফাগফিরলানা যুনূবানা ওয়া ক্বিনা 'আযা-বান না-র।

অর্থ : হে প্রভু! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর এবং আমাদের আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর। (সূরা আলে ইমরান : ১৬)

www.amarboi.org

৩. ক্ষমার জন্য দু'আ

رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ـ

উচ্চারণ : রাব্বানা ফাগফিরলানা যুনূবানা ওয়া কাফফির 'আন্না সাইয়্যি আ-তিনা ওয়া তাওয়াফফানা মা'আল আবরা-র।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আমাদের মন্দ কার্যগুলো দূরীভূত কর এবং আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের সহগামী করে মৃত্যু দাও। (সূরা আলে-ইমরান : ১৯৩)

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ : রববিগফির ওয়ারহাম ওয়া আনতা খাইরুর রা-হিমীন।

অর্থ : হে আমার রব! মাফ কর, রহম কর, তুমি সব দয়াবানের চেয়ে অতি উত্তম দয়াবান। (সূরা মুমিনুন : ১১৮)

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ـ

উচ্চারণ : গুফরা-নাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর।

অর্থ : আমাদের রব! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই। আমাদেরকে তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে। (সূরা বাকারা : ২৮৫)

৪. মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ـ

উচ্চারণ : রাব্বানাগ ফিরলী ওয়ালিওয়া লিদাইয়্যা ওয়া লিলমু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকূমুল হিসা-ব।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! যেই দিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে সেই দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মু'মিনগণকে ক্ষমা কর। (সূরা ইবরাহীম : ৪১)

www.amarboi.org

৫. কঠিন রোগ থেকে মুক্তির দু'আ

رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ : রব্বি আন্নী মাসসানিইয়াদ দুররু ওয়া আনতা আরহামুর রহিমীন।

অর্থ : হে আমার রব! আমি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছি, আর তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান (দয়া করে আমাকে আরোগ্য দান কর)। (সূরা আম্বিয়া : ৮৩)

৬. রোগ মুক্তির জন্য দু'আ বা আয়াতে শেফা

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

উচ্চারণ : ওয়া ইয়াশফি সুদূরা ক্বওমিম মু'মিনীন।

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের অন্তরকে রোগমুক্ত করেন। (সূরা তাওবা : ১৪)

وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ. وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ـ

উচ্চারণ : ওয়া শিফাউল লিমা ফিস সুদূর ওয়া হুদাও ওয়া রহমাতুল লিলমু'মিনীন।

অর্থ : এবং অন্তরের রোগসমূহের প্রতিষেধক মু'মিনদের জন্য। (সূরা ইউনুস : ৫৭)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ـ

উচ্চারণ : ওয়া নুনাযযিলু মিনাল কুরআ-নি মা-হুওয়া শিফাউও ওয়া রহমাতুল লিলমু'মিনীন।

অর্থ : কুরআনে আমি এমন বিষয় নাযিল করেছি যা মু'মিনদের জন্য রোগমুক্তি ও রহমত। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৮২)

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ـ

www.amarboi.org

উচ্চারণ : ওয়া ইযা মারিদ্বতু ফাহুয়া ইয়াশফীনি।

অর্থ : যখন আমি অসুস্থ হই তখন আল্লাহ আমাকে আরোগ্য করেন। (সূরা শু'আরা : ৮০)

এই আয়াতসমূহ কুরআনের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত। যার ভেতরে শেফা শব্দটি রয়েছে। যার কারণে উক্ত আয়াতগুলোকে আয়াত-এ শেফা বলা হয়।

রোগ নিরাময়ের জন্য এই আয়াতসমূহ ফলপ্রসূ।

৭. চোখের জ্যোতি বৃদ্ধির দু'আ

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ـ

উচ্চারণ : ফাকাশাফনা আনকা গিতা-আকা ফাবাসারুকাল ইয়াওমা হাদীদ।

অর্থ : এখন আমি তোমার সম্মুখ হতে পর্দা উন্মোচন করেছি; আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর। (সূরা কাফ : ২২)

৮. মাথা ব্যথা দূর করার জন্য দু'আ

لاَ يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلاَ يُنْزِفُوْنَ ـ

উচ্চারণ : লা ইয়ুসাদ্দা'উনা 'আনহা ওয়া লা ইয়ুনযিফূন।

অর্থ : সেই পানীয় পানে তাদের পীড়া হবে না, জ্ঞান হারাও হবে না। (সূরা ওয়াকিয়াহ : ১৯)

৯. বিপদ মুক্তির জন্য দু'আ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ : 'লা ইলা-হা ইল্লা আনতা সুবহা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনায য-লিমীন।'

অর্থ : তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ (সাহায্যকারী) নেই: তুমি পবিত্র! আমিতো সীমালঙ্ঘনকারী। (সূরা আম্বিয়া : ৮৭)

www.amarboi.org

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ۭ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۔

উচ্চারণ : ফাসতাযাবনা লাহূ ওয়া নাজজাইনা-হু মিনাল গমমি; ওয়া কাযা-লিকা নুনজিল মু'মিনীন।

অর্থ : তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাঁকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা থেকে এবং এইভাবেই আমি মু'মিনদের উদ্ধার করি। (সূরা আম্বিয়া : ৮৮)

رَبِّ اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ۔

উচ্চারণ : রব্বি আন্নী মাগলূবুন ফানতাসির।

অর্থ : প্রভু! আমিতো অসহায় অতএব তুমি প্রতিবিধান কর। (সূরা কামার : ১০)

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۔

উচ্চারণ : ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলায়হি রা-জিউ-ন।

অর্থ : নিশ্চয় আমরা আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং তাঁরই দিকে আমরা প্রত্যাবর্তন করব। (সূরা বাকারা : ১৫৬)

১০. অনুগত সন্তানের জন্য দু'আ

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ۔

উচ্চারণ : রব্বি হাবলি মিল লাদুনকা যুররিইয়াতান ত্বাইয়িবাতান, ইন্নাকা সামী'উদ দু'আ-ই।

অর্থ : হে প্রভু! আমাকে তুমি তোমার নিকট হতে সৎবংশধর দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (সূরা আলে ইমরান : ৩৮)

১১. সন্তান সংশোধনের জন্য দু'আ

رَبِّ اَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ ۚ اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۔

www.amarboi.org

উচ্চারণ : রব্বি আসলিহ লী ফী-যুররিয়্যাতি; ইন্নী তুবতু ইলাইকা ওয়া ইন্নী মিনাল মুসলিমীন।

অর্থ : হে প্রভু! আমার জন্য আমার সন্তানদের সৎকর্মপরায়ণ করে দিন; আমি অবশ্যই আপনার নিকট তওবা করছি এবং নিশ্চয়ই আমি অনুগত বান্দাদের একজন। (সূরা আহকাফ : ১৫)

১২. কবরের আযাব থেকে মুক্তির দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নামা ওয়া আউযুবিকা মিন আযাবিল ক্বরি ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়া ফিতনাতিল মামাত; আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল মা'ছামি ওয়াল মাগরাম।

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি জাহান্নাম এবং কবরের শাস্তি থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। তোমার কাছে আশ্রয় চাই দাজ্জালের ফিতনা থেকে। জীবনের এবং মৃত্যুর ফিতনা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। প্রভু হে! নিশ্চয় আমি তোমার কাছে আরো আশ্রয় চাই সকল গুনাহ এবং ঋণের দায় থেকে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩. ইসতেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা করার) সর্বশ্রেষ্ঠ দু'আ

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمِ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লা-হাল 'আযীমিল্লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা-হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহি।

www.amarboi.org

অর্থ : আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব সদা বিরাজমান, আর আমি তাঁরই নিকট তওবা করছি। (আবু দাউদ ২/৮৫, তিরমিযী ৪/৬৯)

* সুবহানাল্লাহ (৩৩ বার) سُبْحَانَ اللّٰهِ আল্লাহ মহান ও পবিত্র

আলহামদু লিল্লাহ (৩৩ বার) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য

আল্লাহু আকবার (৩৪ বার) اَللّٰهُ اَكْبَرُ আল্লাহর মহিমা সর্বোচ্চ। (মুসলিম)

আল্লাহর নবী সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পরে 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার, "আল্লাহু আকবার" ৩৩ বার, "আলহামদু লিল্লাহ" ৩৩ বার, যা মোট হবে ৯৯ বার এবং একশত পূর্ণ করার জন্য বলে :

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ -

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াহদাহু- লা শারীকা লাহূ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব (সার্বভৌমত্ব) ও প্রশংসা তাঁরই। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল। এই দু'আর বরকতে সমুদ্র সমান পাপও ক্ষমা করা হবে। (মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ، وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ -

৩. উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগ ফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী, ওয়া 'আ-ফিনী, ওয়ারযুকনী।

অর্থ : হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করুন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমাকে সার্বিক নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করুন এবং

www.amarboi.org

আমাকে রিযিক দান করুন। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুসলিম; সূত্র : রিয়াদুস সালেহীন, হাদীস ১৪৬৯)

১৪. জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার দু'আ

ফজর ও মাগরিবের ফরয নামাযের শেষে সালাম ফিরানোর পর কোন কথা বলার আগে সাত বার :

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আজিরনি মিনান্নার।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

১৫. একটি মূল যিকির

প্রত্যেক ফরয নামাযের শেষে, কথা বলার আগে ও পা গুটানো অবস্থাতেই ১০ বার নিম্নের যিকিরটি আমল করতে হাদীস শরীফে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

উচ্চারণ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু। ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নাই। সমগ্র সৃষ্টি রাজ্য তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সৃষ্ট সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (বুখারী, মুসলিম)

১৬. দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য দু'আ

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

www.amarboi.org

উচ্চারণ : রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আ-খিরাতি হাসানাতাও ওয়া ক্বিনা আযাবান নার।

অর্থ : হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে ইহকালে কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ (দান কর) এবং আমাদিগকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। (সূরা বাকারা : ২০১)

১৭. দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির দু'আ

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ

উচ্চারণ : হাসবিয়াল্লা-হু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রব্বুল 'আরশিল আযীম।

অর্থ : আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, আমি তাঁরই উপর ভরসা করছি, তিনি মহান আরশের প্রভু। (সূরা তওবা : ১২৯)

হুজুর সা. বলেন, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় ৭ বার এ আয়াতটি পাঠ করবে আল্লাহ তাঁর সকল চিন্তা উৎকণ্ঠা ও সমস্যা মিটিয়ে দেবেন। (আবু দাউদ ৪/৩২১; তারগীব ১/২৫৫)

১৮. হেদায়াত লাভের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুমা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াততুকা ওয়ালআফাফা ওয়ালগিনা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট হেদায়াত, পরহেযগারিতা, ক্ষমা ও অমুখাপেক্ষিতা প্রার্থনা করছি। (তিরমিযী ৩৪৮৯, ইবনে মাজাহ ৩৮৩২)

১৯. শিরক থেকে বাঁচার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ اَعْلَمُ

www.amarboi.org

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আলামু ওয়াআসতাগফিরুকা লিমা লা আলামু।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর অজানা অবস্থায় (শিরক) হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (আহমাদ ৪/৪০৩)

২০. কোন লোক বিপদের সম্মুখীন হলে

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ

উচ্চারণ : হাসবুনাল্লা-হু ওয়া নিমাল ওয়াকীল।

অর্থ : আল্লাহ পাক আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি কত উত্তম অভিভাবক। (আলে ইমরান : ১৭৩)

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ـ

উচ্চারণ : ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা-জিউ-ন।

অর্থ : আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা বাকারা : ১৫৬)

২১. শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্তির দু'আ

رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ـ

উচ্চারণ : রব্বি আউযু বিকা মিন হামাযাতিশ শাইয়াতীনি ওয়া আউযু বিকা রব্বি আইইয়াহদুরূন।

অর্থ : হে আমার প্রভু! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা থেকে। হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট তাদের উপস্থিতি হতে। (সূরা মু'মিনূন : ৯৭-৯৮)

www.amarboi.org

২২. উত্তম মৃত্যুর দু'আ

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ـ

উচ্চারণ : ফা-তিরিস সামা-ওয়া-তি ওয়ালআরদি আনতা ওয়ালিইয়া ফিদদুনইয়া ওয়ালআ-খিরাতি তাওয়াফফানী মুসলিমাও ওয়ালহিকনী বিসসা-লিহীন।

অর্থ : আকাশ এবং জমিনের হে স্রষ্টা! দুনিয়া ও আখিরাতে তুমিই আমার বন্ধু। আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দান কর এবং নেককারদের সাথে আমাকে সংযুক্ত কর। (সূরা ইউসুফ : ১০১)

২৩. মৃতদের জন্য ক্ষমা চেয়ে দু'আ

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ ـ

উচ্চারণ : রব্বানাগফির লানা ওয়ালিইয়াখওয়া-নিনাল্লাযীনা সাবাকূনা বিলঈমানী ওয়া লা তাজআল ফী কুলূবিনা গিল্লাল লিল্লাযীনা আ-মানূ রব্বানা ইন্নাকা রাউ-ফুর রহীম।

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বে যারা ঈমান নিয়ে চলে গেছে তাদেরকে ক্ষমা করো এবং ঈমানদারদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোনরূপ অসন্তোষ ও কলুষতা সৃষ্টি হতে দিও না। হে আমাদের রব! তুমি বড়ই স্নেহপরায়ণ ও মেহেরবান। (সূরা হাশর : ১০)

২৪. অসুস্থ রোগীকে দেখতে যাওয়ার দু'আ

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ـ

উচ্চারণ : লা- বা'সা, ত্বহূরুন ইনশা-আল্লা-হ।

www.amarboi.org

অর্থ : কোন ভয় নাই, আল্লাহর ইচ্ছায় এইটা গোনাহের কাফফারাস্বরূপ। (বুখারী, তিরমিযী)

২৫. মৃত্যুর সংবাদ শুনে বা কোন কিছু হারিয়ে গেলে দু'আ

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ـ

উচ্চারণ : ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজি'উ-ন।

অর্থ : নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় তাঁর কাছেই আমরা ফিরে যাব। (তিরমিযী; সূত্র : রিয়াদুস সালেহীন, হাদীস ১৩৯৫)

২৬. কবরবাসীকে সালাম দেয়ার দু'আ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ ـ

উচ্চারণ : আসসা-লামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূর।

অর্থ : হে কবরবাসীগণ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

২৭. যাকাত বা দান কবুলের জন্য দু'আ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

উচ্চারণ : রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামি-উল 'আলীম।

অর্থ : হে আমাদের প্রভু আমাদের থেকে (আমাদের নেক আমলসমূহ) কবুল কর। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী। (সূরা বাকারা : ১২৭)

২৮. উপকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দু'আ

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا ـ

উচ্চারণ : জাযা-কাল্লা-হু খইরান।

অর্থ : আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। (তিরমিযী; সূত্র : রিয়াদুস সালেহীন, হাদীস : ১৪৯৬)

www.amarboi.org

২৯. দু'আ মাছুরা

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا ـ وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাছিরাও ওয়া লা ইয়াগফিরুযযুনূবা ইল্লা আনতা ফাগফিরলি মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ার হামনি ইন্নাকা আনতাল গফুরুর রহীম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের প্রতি অনেক যুলম করে ফেলেছি। আর তুমি ছাড়া গোনাহ ক্ষমা করার কেউ নেই। অতএব তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে বিশেষভাবে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি বড়ই ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়ালু রব। (বুখারী)

৩০. দু'আ কুনূত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرِ وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى ـ وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ ـ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুমা ইন্না নাসতাঈনুকা ওয়া নাসতাগফিরুকা ওয়া নু'মিনুবিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু 'আলাইকা ওয়া নুছনি 'আলাইকাল খয়র। ওয়া নাশকুরুকা ওয়া লা নাকফুরুকা ওয়া নাখলাউ ওয়া নাতরুকু মাইয়াফযুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়্যা-কা না'বুদু ওয়া লাকা নুসাল্লি ওয়া নাসজুদু ওয়াইলাইকা নাসআ' ওয়া নাহফিদু ওয়া নারজূ রহমাতাকা ওয়া নাখশা-'আযাবাকা ইন্না 'আযা-বাকা বিলকুফফারি মুলহিক্ব।

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তোমার সাহায্য চাই, তোমার কাছে ক্ষমা

www.amarboi.org

চাই। তোমার ওপর বিশ্বাস রাখি। আমরা তোমার ওপর ভরসা করি, তোমার উত্তম প্রশংসা করি। আমরা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞ নই। যারা তোমাকে মানে না আমরা তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাই ও তাদের পরিত্যাগ করি। হে আল্লাহ! আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি। তোমার উদ্দেশ্যেই সালাত আদায় করি ও সিজদা করি। আমরা তোমার দিকেই ছুটে আসি, আমরা তোমার আনুগত্য করি ও তোমার অনুগ্রহ পাওয়ার আশা পোষণ করি। আমরা তোমার শাস্তিকে ভয় করি। তোমার শাস্তি নিশ্চয়ই কাফিরদের জন্য অবধারিত।

৩১. আয়াতুল কুরস

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ج لَاتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَانَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ج وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلَا یَؤُدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহু লা ইলা-হা ইল্লা হুয়া, আলহাইয়ুল ক্বইয়ূম লা তা'খুযুহু সিনাতুও ওয়ালা নাওম; লাহূ মা ফিসসামা-ওয়া-তি ওয়ামা ফিল আরদ; মান যাল্লাযী ইয়াশফা'উ ইনদাহূ ইল্লা বিইযনিহী; ইয়ালামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খলফাহুম, ওয়ালা ইউহীতূনা বিশায়ইম মিন 'ইলমিহী ইল্লা বিমা শা-আ, ওয়াসি'আ কুরসিয়্যুহুস সামা-ওয়া-তি ওয়ালআরদ, ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়াহুওয়াল 'আলিয়্যুল 'আযীম।

অর্থ : আল্লাহ তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক। তাকে স্পর্শ করতে পারে না তন্দ্রা ও তার কোন নিদ্রা নেই। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তা সবই তার। এমন কে আছে যে, তার

www.amarboi.org

কাছে সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু রয়েছে তা সবই তিনি জানেন, তাঁরা (আল্লাহ তা'আলার) জ্ঞানের কিছুই আয়ত্তে আনতে পারে না, তবে তিনি যা ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও জমিনের সর্বত্রই ঘিরে রয়েছে। আর এই দুইটির রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁহার পক্ষে মোটেই কঠিন নয় এবং তিনি সর্বোচ্চ ও সুমহান।

৩২. সূরা মুমিন-এর ১-৩ নং আয়াত

حٰمٓ ۔ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۔ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۔

উচ্চারণ : হা-মি-ম, তানযীলুল কিতাবি মিনাল্লা-হিল 'আযীযিল 'আলীম, গফিরিয যামবি ওয়া কাবিলিত তাওবী শাদীদিল 'ইকা-বি যিতত্বাওলি লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া ইলাইহিল মাসীরু।

অর্থ : হা-মী-ম। এই কিতাব আল্লাহর তরফ হইতে নাযিল হওয়া। যিনি মহাশক্তিশালী, সর্ববিষয়ে জ্ঞানী, গোনাহ মার্জনাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠিন শাস্তি দানকারী এবং অতি বড় অনুগ্রহ দানকারী। তিনি ছাড়া মা'বুদ কেউ নেই, সকলকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন :

مَنْ قَرَأَ حٰمٓ اَلْمُؤْمِنَ اِلَى الْمَصِيْرُ وَاٰيَةَ الْكُرْسِيِّ حِيْنَ يُصْبِحُ حُفِظَ بِهِمَا حَتّٰى يُمْسِىَ وَمَنْ قَرَأَهُمَا حِيْنَ يُمْسِىَ حُفِظَ بِهِمَا حَتّٰى يُصْبِحَ. (رواه الترمذى)

অর্থ : যে ব্যক্তি সকাল বেলা সূরা মুমিন-এর হা-মী-ম থেকে ইলাইহিল মাসীর (১-৩নং আয়াত) পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করবে সে এর অসিলায় সন্ধ্যা পর্যন্ত (আল্লাহর) হেফাযতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি

www.amarboi.org

সন্ধ্যায় তা তিলাওয়াত করবে সে এর অসিলায় সকাল পর্যন্ত হেফাযতে থাকবে। (তিরমিযী)

৩৩. গোনাহ মুক্তির জন্য দু'আ

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّا مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ـ

উচ্চারণ : রাব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইললাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকূনান্না মিনাল খ-সিরীন।

অর্থ : হে আমার রব, আমরা তো আমাদের নাফসের উপর যুলম করেছি। আপনি যদি ক্ষমা না করেন, রহমত না করেন, তাহলে তো আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। (সূরা আরাফ : ২৩) উল্লেখ্য যে, হযরত আদম (আ.) এই দু'আ পড়ে গোনাহ থেকে মুক্তি পান।

৩৪. হেদায়াতের পথে টিকে থাকার দু'আ

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ج اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ

উচ্চারণ : রব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়াহাব লানা মিল লাদুনকা রহমাতান, ইন্নাকা আনতাল ওয়াহহাব।

অর্থ : প্রভু হে, একবার যখন দয়া করে হেদায়াত দান করেছেন, অতএব আর কখনও আমাদের দিলকে বাঁকা পথে যেতে দেবেন না আপনার পথ থেকে। আমাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন। আপনি অবশ্যই মহান দাতা। (সূরা আলে ইমরান : ৮)

৩৫. পিতা-মাতার জন্য সন্তানের দু'আ

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ـ

উচ্চারণ : রব্বির হামহুমা কামা রব্বাইয়া-নি- সগীরা-।

অর্থ : হে আল্লাহ! যেমনভাবে আমার পিতা-মাতা আমাদেরকে ছোট

www.amarboi.org

অবস্থায় আদর যত্ন দিয়ে লালন করেছেন তেমনি আপনি তাদের প্রতি রহমত করুন। (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৪)

৩৬. পরিবার-পরিজনের জন্য দু'আ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ـ

উচ্চারণ : রব্বানা- হাব লানা-মিন আযওয়াজিনা ওয়া যুররিইয়া-তিনা-কুরারাতা আ'ইউনিও ওয়াজ আলনা-লিল মুত্তাকীনা ইমা-মা-।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যারা আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদের মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন। (সূরা ফুরকান-৭৪)

৩৭. হালাল উপার্জনের দু'আ

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ ج وَهُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হু লাতীফুম বি'ইবাদিহী ইয়ারযুকু মাই ইয়াশায়ু ওয়া হুয়াল ক্বিউউল 'আযীযু।

অর্থ : আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ, যাকে ইচ্ছা তিনি রিযিক দেন, তিনি শক্তিশালী, পরাক্রান্ত। (সূরা আশশূরা : ১৯)

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম মাকফিনী- বিহালালিকা 'আন হারামিকা ওয়াগনিনী-বিফাদ্বলিকা 'আম্মান সিওয়াকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! হালাল কামাই যেন আমার জন্যে যথেষ্ট হয়। হারামের যেন দরকারই না হয়। আর তোমার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অভাবমুক্ত কর, যাতে অন্য কারো মুখাপেক্ষী হতে না হয়। (তিরমিযী)

www.amarboi.org

৩৮. নিদ্রা যাওয়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বিইসমিকা আমু-তু ওয়াআহইয়া- ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নামেই মৃত্যুবরণ করি (নিদ্রা যাই) এবং আপনার নামেই জীবিত (জাগ্রত) হই।

৩৯. নিদ্রা থেকে উঠার পর দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ـ

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহ্ইয়া-না বা'দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশু-র।

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি মৃত্যুর (নিদ্রার) পর আমাদেরকে জীবিত করেছেন এবং তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

৪০. পায়খানায় প্রবেশের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবা-ইছ।

অর্থ : হে আল্লাহ! সব রকম অপবিত্রতা থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি।

৪১. ইসতিনজার পরের দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَنِىْ ـ

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আযহাবা 'আন্নিল আযা- ওয়া'আ-ফানী

অর্থ : সব প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি তাকলীফ দূর করেছেন এবং মুক্তি দিয়েছেন।

www.amarboi.org

৪২. মসজিদে প্রবেশ করার দু'আ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম মাফতাহলি আবওয়া-বা রহমাতিক।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।

৪৩. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদ্বলিক।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

৪৪. খাবার শুরু করার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি ওয়া 'আলা বারাকাতিল্লা-হ।

অর্থ : আল্লাহর নামে, আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকতের আশায় শুরু করছি।

৪৫. খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে তার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ ـ

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লা-হি আউয়ালাহু ওয়া আ-খিরাহু।

অর্থ : (খাবার) প্রথমে ও শেষে আল্লাহর নামে শুরু করছি।

৪৬. খাবার শেষ করে দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আতআমানা ওয়া সাকানা ওয়া জাআলানা মিনাল মুসলিমীন।

www.amarboi.org

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন।

৪৭. বাড়ী থেকে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ـ

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লা-হি তাওয়াককালতু 'আলাল্লা-হি- লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ।

অর্থ : আল্লাহর নামে রওয়ানা দিচ্ছি, আল্লাহর উপর ভরসা করছি, নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ ছাড়া।

৪৮. সফরে বের হওয়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى ـ اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاَطْوِلَنَا بُعْدَهُ ـ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ ـ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা এ সফরে আপনার নিকট নেক ও পরহেযগারিতা কামনা করি এবং যে কাজে আপনি সন্তুষ্ট তা প্রার্থনা করি। আপনি আমাদের উপর এ সফর সহজ করুন এবং এর দূরত্ব লাঘব করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সফর সঙ্গী এবং আমাদের পরিবারের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট এ সফরের কষ্ট, খারাপ দৃশ্য এবং তা হতে প্রত্যাবর্তন করে ধন-সম্পদের ক্ষতি ও পরিবার-পরিজনের দুঃখ-কষ্ট দর্শন হতে আশ্রয় চাই।

৪৯. নৌকায় আরোহণের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

www.amarboi.org

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি মাজরেহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রব্বি লাগফুরুর রহীম।

অর্থ : এ চলা ও থামা আল্লাহরই নামে। নিশ্চয়ই আমার প্রভু ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

৫০. যানবাহনে উঠার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ـ

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হি সুবহানাল্লাযী সাখ্খারা লানা হা-যা ওয়ামা কুন্না লাহূ মুক্বরিনীনা, ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুন ক্বালিবূন।

অর্থ : সব প্রশংসা আল্লাহর, পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সত্তার, যিনি আমাদের জন্য এটিকে অনুগত করে দিয়েছেন অথচ আমরা এর উপর ক্ষমতাবান ছিলাম না এবং নিশ্চয়ই আমরা আমাদের 'রব'-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করব।

৫১. যানবাহন থেকে নামার দু'আ

رَبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلاً مُّبَارَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ـ

অর্থ : প্রভু আমার! আপনি আমাকে বরকতের স্থানে অবতীর্ণ করান। আপনিই উত্তম অবতীর্ণকারী।

৫২. বাড়ীতে ফেরার পর দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ـ

অর্থ : হে আল্লাহ! ভাল প্রত্যাগমন ও ভাল গমন আপনার কাছে প্রার্থনা করছি। আল্লাহর নামেই আমাদের গমন ও প্রত্যাগমন। আমাদের রব আল্লাহর উপরই আমাদের ভরসা।

www.amarboi.org

৫৩. যে কোন বিপদ ও মুসিবতের জন্য দু'আ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ : লা ইলা-হা ইল্লা আনতা সুবহা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনায য-লিমীন।

অর্থ : (হে আল্লাহ!) আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। আপনি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি অত্যাচারীদের অন্তর্গত।

৫৪. ইফতারের দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু ও'আলা রিযকিকা আফতারতু।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্যই রোযা রেখেছিলাম। এখন আপনার প্রদত্ত জীবিকা দ্বারাই ইফতার করছি।

৫৫. কবর যিয়ারতের দু'আ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ ـ

উচ্চারণ : আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুরি ইয়াগফিরুল্লা-হু লানা ওয়ালাকুম আনতুম সালাফুনা ওয়া নাহ্‌নু বিলআছারী।

অর্থ : হে কবরবাসীগণ; আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনারদেরকে ক্ষমা করুন। আপনারা আমাদের পূর্বগামী এবং আমরা আপনাদের অনুসরণকারী।

৫৬. সাইয়েদুল ইসতেগফার : ক্ষমা প্রার্থনার সর্বোত্তম দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ

www.amarboi.org

وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আন্তা লা-ইলা-হা ইল্লা আন্তা খালাক্বতানি ওয়াআনা 'আবদুকা ওয়াআনা 'আলা' আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাতা'তু আউযুবিকা মিন শাররী মা সানা'তু আবুউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া ওয়া আবু-উ-বিযামবি ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয্ যুনু-বা ইল্লা আন্তা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমিই আমার রব, তুমি ভিন্ন আর কোন ইলাহ্ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ এবং আমি তোমার গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার দেয়া ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পালনে দৃঢ় থাকব। আমি আমার কৃতকর্মের মন্দ পরিণাম থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আমার প্রতি তোমার নিয়ামতসমূহের কথা স্বীকার করি। আমি আরও স্বীকার করি আমার গোনাহসমূহের কথা। কাজেই তুমি আমার গোনাহগুলো মাফ কর। কেননা তুমি ছাড়া গোনাহসমূহ মাফ করার কেউ নেই।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ এ কথাগুলো সন্ধ্যা বেলায় বললে, অতঃপর ভোর হওয়ার আগেই তার মৃত্যু হলে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে তোমাদের কেউ তা ভোরবেলায় বললে, অতঃপর সন্ধ্যার আগেই তার মৃত্যু হলে তার জন্যও বেহেশত অবধারিত হয়ে যায়। (সহীহ বুখারী, তিরমিযী ও নাসাঈ)

৫৭. সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

www.amarboi.org

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ ج عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ ج هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ۔ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ۔ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی ط یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۔

অর্থ : তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তিনি জানেন। তিনিই রহমান ও রহীম। তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তিনি মালেক-বাদশাহ। অতীব মহান পবিত্র। পুরোপুরি শান্তি-নিরাপত্তাদাতা, সংরক্ষক, সর্বজয়ী, নিজের নির্দেশ বিধান শক্তি প্রয়োগে কার্যকরকারী এবং স্বয়ং বড়ত্ব গ্রহণকারী। আল্লাহ পবিত্র মহান সেই শিরক হতে যা লোকেরা করছে। তিনিই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি পরিকল্পনা রচনাকারী ও তার বাস্তবায়নকারী এবং সেই অনুযায়ী আকার-আকৃতি রচনাকারী। তাঁর জন্য অতীব উত্তম নামসমূহ বিদ্যমান। আসমান-জমিনের প্রত্যেকটি জিনিস তাঁর তাসবীহ করে। আর তিনি অতীব প্রবল মহাপরাক্রান্ত এবং সুবিজ্ঞ-বিজ্ঞানী।"

মাকিল ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেন :

যে ব্যক্তি সকালে উপনীত হয়ে তিনবার বলবে, 'আউযু বিল্লা-হিস সামীইল আলিমী মিনাশ শাইত্বানীর রাজীম' অতঃপর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়বে, আল্লাহ তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য দু'আ করতে থাকবে। সে ঐ দিন মারা গেলে তার শহীদি মৃত্যু হবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এরূপ পড়বে সেও অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী হবে। (তিরমিযী)

www.amarboi.org

৫৮. গুরু দায়িত্বভার থেকে মুক্তির দু'আ

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ج رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ج وَاعْفُ عَنَّا ق وَاغْفِرْ لَنَا ق وَارْحَمْنَا ق اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ .

রব্বানা লা তুআখিযনা ইন নাসীনা আও আখত্বা'না, রব্বানা ওয়ালা তাহমিল আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহু 'আলাল্লাযীনা মিন ক্বলিনা, রব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা লা ত্বাক্বাতা লানা বিহ, ওয়া'ফু 'আন্না, ওয়াগ্‌ফির্ লানা, ওয়ারহামনা, আনতা মাওলানা ফানসুরনা 'আলাল ক্বওমিল কা-ফিরীন।

হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আর অর্পণ কর না আমাদের উপর এমন গুরুদায়িত্ব যেমন অর্পণ করেছিলে আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। হে আমাদের পরওয়াদেগার। অর্পণ কর না আমাদের উপর এমন বোঝার ভার, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। তুমি আমাদের পাপ মোচন করে দাও, আমাদের ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের বন্ধু। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় তুমি আমাদের বিজয়ী কর। (সূরা বাকারা : ২৮৫-২৮৬)

৫৯. সূরা নাস, সূরা ফালাক, সূরা ইখলাস (প্রতিটি সূরা ৩ বার)

সূরা নাস

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

www.amarboi.org

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ـ مَلِكِ النَّاسِ ـ اِلٰهِ النَّاسِ ـ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ـ اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ـ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ـ

উচ্চারণ : কুল আউ'যু বিরাব্বিন নাস। মালিকিন নাস। ইলা-হিন নাস। মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস। আল্লাযী ইউওয়াসয়িসু ফী সুদূরিন নাস। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস।

অর্থ : বল, আমি পানাই চাই মানুষের রব, মানুষের বাদশাহ, মানুষের প্রকৃত মা'বুদের নিকট, বার বার ফিরে আসা কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে, যে লোকদের দিলে কুমন্ত্রণা দেয়, সে জিনদের মধ্য হতে হোক, কি মানুষের মধ্য হতে।

সূরা ফালাক

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ـ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ـ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ـ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ـ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ـ

উচারণ : কুল আউ'যু বিরাব্বিল ফালাক। মিন শাররি মা খালাক। ওয়া মিন শাররি গা-সিকিন ইযা ওয়াকাব। ওয়া মিন শাররিন নাফফাছাতি ফিল উকাদ। ওয়া মিন শাররি হা-সিদিন ইযা হাসাদ।

অর্থ : বল, আমি আশ্রয় চাই সকাল বেলার স্রষ্টা খোদার নিকট, সেই সব প্রত্যেক জিনিসের অনিষ্ট হতে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। আর রাত্রির অন্ধকারের অনিষ্ট হতে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং গিরায় ফুঁক দানকারী (বা ফুঁক দানকারিণী)-র অনিষ্ট হতে এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে।

www.amarboi.org

সূরা ইখলাস

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۔

উচ্চারণ : কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ। আল্লা-হুস সমাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউ-লাদ। ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু- কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থ : বল, তিনি আল্লাহ একক। আল্লাহ সবকিছু হতে নিরপেক্ষ মুখাপেক্ষহীন সবই তাঁর মুখাপেক্ষী, না তাঁর কোন সন্তান আছে, আর না তিনি কারও সন্তান এবং কেউই তাঁর সমতুল্য নয়।

আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন :

এক ঘুটঘুটে অন্ধকার ও বৃষ্টিমুখর রাতে আমাদের নামায পড়ানোর জন্য আমরা রাসূল সা.-এর খোঁজে বের হলাম। আমি তাঁর সাক্ষাৎ পেলে তিনি বলেন : বল। কিন্তু আমি কিছুই বললাম না। তিনি আবার বলেন : বল। এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি বলব? তিনি বলেন : তুমি প্রতিদিন সন্ধ্যায় ও সকালে উপনীত হয়ে তিনবার করে কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ (সূরা ইখলাছ) ও আল-মুআওবিযাতাইন (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পড়বে, তা প্রতিটি ব্যাপারে তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

৬০. হঠাৎ মৃত্যু থেকে পানাহ চেয়ে দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فَجْاَةِ الْمَوْتِ ۔

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ফাজআতিল মাওতি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হঠাৎ মৃত্যু থেকে পানাহ চাই।

www.amarboi.org

৬১. বার্ধক্যজনিত কষ্টের মাধ্যমে মৃত্যু থেকে পানাহ্ চেয়ে দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَرْزَلِ الْعُمُرِ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আরযালিল উমুরি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অতি বার্ধক্যজনিত বয়স থেকে পানাহ্ চাই।

৬২. মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে মুক্তির দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আইন্নী 'আলা গামারাতিল মাওতি ওয়া সাকারাতিল মাওতি।

অর্থ : হে আল্লাহ, মৃত্যুর ভয়াবহতা ও তার মারাত্মক কষ্টের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।

৬৩. নতুন কাপড় পরিধান করার সময় দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ عَوْرَاتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ ـ

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী কাসানী মা উওয়ারী আওরাতী ওয়া আতাজাম্মালু বিহী ফী হায়াতী।

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে কাপড় পরিধান করিয়েছেন, যার দ্বারা আমি লজ্জা নিবারণ করি এবং আমার জীবনে শোভা-সৌন্দর্য লাভ করি।

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْئَلُكَ خَيْرَهٗ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهٗ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ ـ

www.amarboi.org

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আনতা কাসাওতানীহি আসআলুকা খাইরাহূ ওয়া খাইরা মা সুনিআ লাহূ ওয়া আউযু বিকা মিন শাররিহী ওয়া শাররি মা সুনিআ লাহূ।

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার জন্যই প্রশংসা। তুমিই এ নতুন কাপড় আমাকে পরিয়েছ। আমি তোমার কাছে এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ এবং যার জন্য এটি তৈরি করা হয়েছে সে কল্যাণ কামনা করছি। আর এ কাপড়ের অনিষ্ট থেকে এবং যা এটি তৈরির সাথে সম্পৃক্ত সে অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

৬৪. শরীর থেকে কাপড় খোলার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ـ

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুয়া।

অর্থ : আল্লাহর নামে (কাপড় খোলা শুরু করছি) যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই।

৬৫. কোন বিপদগ্রস্তকে দেখলে দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلاَكَ اللّٰهُ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً ـ

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আফানী মিম্মাবতালাকাল্লা-হু বিহী ওয়া ফাদ্দালানী 'আলা কাছীরিম মিম্মান খালাকা তাফদীলান।

অর্থ : সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে সে বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন, যাতে তুমি পতিত হয়েছ। আর তাঁর অনেক সৃষ্টির উপর আমাকে মর্যাদা দান করেছেন। (তিরমিযী)

হযরত আবূ হোরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্তকে দেখে এ দু'আ পাঠ করবে সে নিশ্চয়ই ঐ বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

www.amarboi.org

৬৬. শত্রুর পক্ষ থেকে ভয় অনুভব হলে দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া নাউযু বিকা মিন শুরূরিহিম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা ঐ শত্রুর মোকাবেলায় তোমাকেই ঢাল হিসেবে পেশ করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আবু দাউদ ও নাসাঈ)

৬৭। শত্রুবেষ্টিত স্থানে আটক হয়ে গেলে দু'আ

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাসতুর আওরাতিনা ওয়া আমিন রাওআতিনা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ইজ্জত ও সম্মান রক্ষা কর এবং আমাদেরকে ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ রাখ। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

৬৮। ঝড়-তুফানের সময় দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা ওয়া আউযু বিকা মিন শাররিহা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তার (ঝড় ও বাতাসের) কল্যাণটুকু চাই এবং এর অনিষ্ট হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

৬৯. কোথাও আগুন লাগলে করণীয়

কোথাও আগুন লেগে গেলে তা নেভাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে এবং মুখে 'আল্লা-হু আকবার' বলতে থাকবে। নবী করীম সা. বলেছেন, যখন আগুন

www.amarboi.org

লাগতে দেখবে তখন (উচ্চৈঃস্বরে) 'আল্লা-হু আকবার' বলবে (কেননা) তাকবীর আগুন নিভিয়ে দেয়।

৭০. তিলাওয়াতে সাজদার দু'আ

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

উচ্চারণ : সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু ওয়াশাক্বকা সাম্আহু ওয়া বাসারাহু বিহাওলিহী ওয়া কুউওয়াতিহী ফাতাবারাকাল্লা-হু আহসানুল খা-লিক্বীন।

অর্থ : আমার ললাট সেই সত্তাকে সিজদা করছে, তিনি তা পয়দা করেছেন এবং তার মধ্যে কান ও চোখ দিয়েছেন। এসব তাঁরই শক্তি ও সৃষ্টি কৌশল দ্বারা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মহত্ত্ব ও বরকতের উৎস, যিনি সর্বোৎকৃষ্ট স্রষ্টা। (তিরমিযী ২/৪৭৪, আহমাদ ৬/৩০, হাকেম)

৭১. কুরআন তিলাওয়াত শেষে দু'আ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِى التَّفَكُّرَ وَالتَّدَبُّرَ بِمَا سَتْلُوْهُ لِسَانِىْ مِنْ كِتَابِكَ وَالْفَهْمَ لَهُ وَالْمَعْرِفَةَ بِمَعَانِيْهِ وَالنَّظْرَ فِىْ عَجَائِبِهِ وَالْعَمَلَ بِذٰلِكَ مَا بَقِيْتُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার যবান তোমার কিতাবের যে অংশ পাঠ করে, তাতে চিন্তা ও গবেষণা করার তাওফীক দাও। আমাকে তা বোঝার ও হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি দাও। তার রহস্যগুলো অবলোকন করার এবং আমার বাকি জীবন তার ওপর আমল করার তাওফীক দাও। নিশ্চয়ই তুমি সকল বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান।

হযরত ওমর রা. কুরআন তিলাওয়াতের পর এ দু'আ পাঠ করতেন।

www.amarboi.org

৭২. সহবাসের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مِمَّا رَزَقْتَنَا ـ

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লা-হি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্বা-না ওয়া জান্নিবিশ শাইত্বানা মিম্মা রযাকতানা।

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! তুমি শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আমাকে বাঁচাও এবং আমাদের যে সন্তান দিবে তাকেও বাঁচাও। (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বে এ দু'আ পড়ে, তাহলে এ মিলনের ফলে তাকে যদি সন্তান দেয়া হয় তবে শয়তান সে সন্তানের কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং সে সর্বদা শয়তানি কুমন্ত্রণা থেকে হেফাযতে থাকবে।

৭৩. নতুন চাঁদ দেখলে দু'আ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ رَبُّنَا وَتَرْضٰى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللّٰهُ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহু আকবারু আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিলআমনি ওয়াল ঈমানি ওয়াসসালামাতি ওয়াল ইসলামি ওয়াততাওফীকি লিমা তুহিব্বু রব্বানা ওয়া তারদ্বা রব্বুনা ওয়া রব্বুকাল্লা-হি।

অর্থ : আল্লাহ সবচেয়ে মহান। হে আল্লাহ! এই নতুন চাঁদকে আমাদের জন্য করে দাও নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে এবং যা তুমি ভালোবাস আর যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও, সেটাই আমাদের তাওফীক দাও। আল্লাহ আমাদের এবং তোমার (চাঁদের) প্রভু। (তিরমিযী)

৭৪. রজব মাসের চাঁদ দেখে দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِىْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ ـ

www.amarboi.org

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বারিক ফি রাজাবা ওয়া শাআবানা ওয়া বাল্লিগনা রামাদান।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে রজব ও শাবানের বরকত দান কর এবং রমাযানে পৌঁছিয়ে দাও।

৭৫. শবে কদরে দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ ـ

অর্থ : হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে তুমি বড্ড পছন্দ কর। কাজেই আমাকে ক্ষমা করে দাও। (তিরমিযী)

৭৬. আয়নায় মুখ দেখে দু'আ

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَحَسِّنْ خُلُقِىْ وَحَرِّمْ وَجْهِىْ عَلَى النَّارِ ـ

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার চেহারা সুন্দর করেছো। কাজেই আমার স্বভাই-চরিত্রকে সুন্দর করে দাও এবং আমার চেহারাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দাও।

৭৭. আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় দু'টো বাক্য

كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ـ

অর্থ : দু'টো বাক্য এমন আছে যা আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয়, মুখে উচ্চারণ করা সহজ কিন্তু, দাঁড়িপাল্লায় বেশ ভারি। তা হলো সুবহানাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লা-হিল আযীম (আল্লাহ পবিত্র এবং তাঁর জন্য সকল প্রশংসা। আল্লাহ পবিত্র এবং মহান)। [বুখারী]

৭৮. সত্য-মিথ্যা চেনার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اِتِّبَاعَهٗ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَّوَفِّقْنَا اجْتِنَابَهٗ ـ

www.amarboi.org

অর্থ : হে আল্লাহ! হক্ব বা সত্যকে তুমি আমার নিকট সত্য হিসেবেই চিনিয়ে দাও এবং তা মেনে চলার তাওফীক দাও। আর বাতিল বা মিথ্যাকে মিথ্যা বলেই চিনিয়ে দাও এবং তা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দাও।

৭৯. আল্লাহর পছন্দনীয় পথে চলার দু'আ

اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالْعَمَلِ وَالنِّيَّةِ وَالْهُدٰى ـ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদেরকে কথা বলায়, দুনিয়ার কাজে ও দীনি আমলে, নিয়ত করায় ও হেদায়াত পালনে এমনভাবে চলার তাওফীক দাও যাতে তুমি পছন্দ কর ও খুশি হও। নিশ্চয় তুমি সর্বশক্তিমান।

৮০. দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দু'আ

اَللّٰهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قَلْبِىْ عَلٰى طَاعَتِكَ يَا مُنَوِّرَ الْقُلُوْبِ نَوِّرْ قَلْبِىْ بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ ـ

অর্থ : অন্তরসমূহের উলট-পালটকারী হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর অধিষ্ঠিত রাখ। হে অন্তরসমূহের পরিচালক, আমার অন্তরকে তোমার আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দাও। হে অন্তর আলোকিতকারী আল্লাহ! আমার অন্তরকে তোমার মারেফাতের নূর দ্বারা আলোকিত কর। (মুসলিম, তিরমিযী)

৮১. সন্তান লাভের দু'আ

رَبِّ لاَ تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ ـ

(ক) উচ্চারণ : রব্বি লা তাযারনি ফারদাও ওয়া আনতা খইরুল ওয়ারিছি-ন।

www.amarboi.org

অর্থ : হে আমার রব! আমাকে নিঃসন্তান করে ছেড়ো না। আর তুমিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। (সূরা আম্বিয়া : ৮৯)

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ ـ

(খ) উচ্চারণ : রব্বি হাবলি মিল্লাদুনকা যুররিয়্যাতান ত্বায়্যিবাতান ইন্নাকা সামীউদ দু'আ।

অর্থ : হে আমার রব! তোমার বিশেষ কুদরতে আমাকে একটি উত্তম পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি দু'আ শ্রবণকারী। (সূরা আলে ইমরান : ৩৮)

৮২. আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার দু'আ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

উচ্চারণ : ইন তু'আযযিবহুম ফাইন্নাহুম ইবাদুকা ওয়াইন তাগফির লাহুম ফাইন্নাকা আনতাল আযীযুল হাকীম।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি যদি এদেরকে আযাব দাও, তাহলে এরা তোমার বান্দা। আর তুমি যদি এদেরকে ক্ষমা করে দাও, তাহলে তুমি তো মহাপরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞানী। (সূরা মায়িদা : ১১৮)

৮৩. আয়েশা রা. পঠিত দু'আ

রাসূলুল্লাহ সা. হযরত আয়েশা রা.-কে নামাযে এ দু'আ করতে শিখিয়েছেন :

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা হাসিবনি হিসাবাই ইয়াসিরা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার হিসাব নিও সহজ করে।

৮৪. মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ

ক. মৃত ব্যক্তি যদি বালেগ পুরুষ বা মহিলা হয়, তাহলে জানাযায় তৃতীয় তাকবীরের পর (এমনকি সবসময়) পড়তে হয় :

www.amarboi.org

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا ـ اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ـ

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর যারা আমাদের মধ্যে জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড় এবং পুরুষ ও নারী হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাকে তুমি জীবিত রেখেছ, তাকে দীনের উপর কায়েম রাখ এবং যাকে মওত দিয়েছ তাকে ঈমানের সাথে মওত দাও।

৮৫. মুয়ায রা. পঠিত দু'আ

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মুয়ায (রা)-কে প্রত্যেক নামাযের পরে আল্লাহর কাছে এভাবে সাহায্য চাইতে শিক্ষা দিয়েছেন :

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আইন্নি 'আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি 'ইবাদাতিকা।

অর্থ : হে আল্লাহ আমাকে তোমার যিকির করার, তোমার শোকর আদায় করার এবং ভালোভাবে তোমার ইবাদত করার তাওফীক দাও। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

৮৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا لَّا يَرْتَدُّ وَنَعِيْمًا لَّا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ فِىْ اَعْلٰى جَنَّةِ الْخُلْدِ ـ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এমন অটল ঈমান প্রার্থনা করি যা নিম্নগামী হয় না, এমন নিয়ামত প্রার্থনা করি যা কখনো শেষ হয় না। আমাকে তোমার নবী মুহাম্মদ সা.-এর সাথে সর্বোত্তম চির-বিরাজমান জান্নাতে সাথিত্ব দান করো। (মুসনাদে আহমাদ)

www.amarboi.org

৮৭. দাওয়াত খাওয়ার পর দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ ـ

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি তাদের জীবিকায় বরকত দাও এবং তাদের ক্ষমা কর ও দয়া কর। (মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ ـ

অর্থ : হে আল্লাহ! যে আমাকে খাওয়ায়েছে, তুমি তাকে খাওয়াও, যে আমাকে পান করায়েছে, তুমি তাকে পান করাও। (মুসলিম)

৮৮. ক্রোধ দমনের দু'আ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

উচ্চারণ : আউযু বিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম।

অর্থ : আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত অভিশপ্ত শয়তান থেকে। (বুখারী, মুসলিম)

৮৯. উপরে উঠা ও নীচে নামার দু'আ

হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা যখন উপরের দিকে আরোহণ করতাম তখন اَللّٰهُ اَكْبَرُ 'আল্লাহু আকবার' বলতাম এবং যখন নীচের দিকে অবতরণ করতাম তখন سُبْحَانَ اللّٰهِ 'সুবহানাল্লাহ' বলতাম।

৯০. চারটি মূল কালিমা একত্রে পড়া

সামুরা ইবনু জুনদুব রা. বলেন রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বাক্য চারটি–

(١) سُبْحَانَ اللّٰهِ ـ (٢) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ـ

(٣) لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ (٤) اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

এ বাক্য চারটির যে কোনো বাক্য আগে পিছে বলা যায়। (মুসলিম ২১৩৭

www.amarboi.org

আবু সালামা রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, এ সকল বাক্য কিয়ামতের দিন বান্দার আমলনামায় সবচেয়ে বেশী ভারী হবে। (নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ ৩/৪৪৩)

হযরত আনাস থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : গাছের ডালে ঝাঁকি দিলে যেমন পাতাগুলো ঝরে যায় অনুরূপভাবে এই যিকিরগুলো বললে বান্দার গোনাহ ঝরে যায়। (মুসনাদে আহমাদ, আত-তারগীব)

৯১. ঋণ পরিশোধের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা আন হারা-মিকা ওয়া আগনিনী বিফাদলিকা 'আম্মান সিওয়া-ক।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি তোমার হারাম বস্তু হতে বাঁচায়ে তোমার হালাল রিযিক দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করে দাও। তুমি ছাড়া যেন আমাকে আর কারো মুখাপেক্ষী হতে না হয়। (তিরমিযী ৫/৫৬০)

৯২. নেক লোকদের জন্য দু'আ

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং আমাদের সেসব ভাইদেরকে ক্ষমা কর, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর আমাদের অন্তরে ঈমানদার লোকদের জন্য কোন হিংসা ও শত্রুতার ভাব রেখ না। হে আমাদের প্রভু! তুমি বড়ই অনুগ্রহসম্পন্ন করুণাময়। (সূরা হাশর : ১০)

৯৩. হাঁচি দিয়ে দু'আ ও হাঁচির উত্তরে দু'আ

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয় তাদের বলা উচিত : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর

www.amarboi.org

জন্য), তার সাথির বলা উচিত : يَرْحَمُكَ اللّٰه (তোমার প্রতি আল্লাহ রহম করুন), তার জবাবে বলা উচিত : يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (আল্লাহ তোমাকে হিদায়াতের পথ দেখান এবং তোমার অবস্থার সংশোধন করুন)। (বুখারী, মুসলিম)

৯৪. একশত বার যিকরের তাসবীহ (১০০ বার ইসতেগফার)

رَبِّ اغْفِرْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ ـ

উচ্চারণ : রব্বিগফির ওয়াতুব আলাইয়্যা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুল গাফূরু। প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন, তাওবা কবুল করুন, নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবুলকারী ও ক্ষমা প্রদানকারী।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, আমরা দেখলাম রাসূলুল্লাহ সা. এক মজলিসেই মজলিস ত্যাগ করে উঠে যাওয়ার পূর্বে ১০০ বার এই বাক্যটি বললেন। (তিরমিযী ৫/৪৯৪, ইবনু হিব্বান ৩/২০৬, নাসাঈ ৬/১১৯)

আনাস ইবনে ইয়াসার সাজানী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, হে জনগণ তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর। কারণ আমিও প্রত্যেক দিন একশত বার তওবা করে থাকি। (মুসলিম ২৭০২)

৯৫. দুরূদ শরীফ : দুরূদে ইব্রাহিম

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লায়তা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা- আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা

www.amarboi.org

হামিদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিও ওয়া 'আলা- আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা- আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ।

অর্থ : হে আল্লাহ আপনি সালাত প্রদান করুন মুহাম্মদের উপর ও মুহাম্মদের পরিবারের উপর যেমন আপনি সালাত প্রদান করেছেন ইব্রাহিমের উপর ও ইব্রাহিমের পরিজনের উপর, নিশ্চয়ই আপনি মহাপ্রশংসিত মহা সম্মানিত, এবং আপনি বরকত প্রদান করুন, মুহাম্মদের উপর ও মুহাম্মদের পরিজনের উপর যেমন আপনি বরকত প্রদান করেছেন ইব্রাহিমের উপর ও ইব্রাহিমের পরিজনের উপর নিশ্চয়ই আপনি মহা প্রশংসিত, সম্মানিত। (মুসনাদে আহমাদ)

দরদা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন. যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় ১০ বার আমার উপর সালাত পাঠ করবে, সে কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভ করবে। (সহীহুত তারগীব ১/৩৪৫)

৯৬. ঈদের তাকবীর

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার ওয়া লিল্লা-হিল হামদ।

অর্থ : আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং আল্লাহ মহান আল্লাহ মহান এবং আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। (বুখারী, মুসলিম)

৯৭. কুরবানীর যিকির বা দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّىْ وَمِنْ اَهْلِىْ ـ

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হুম্মা তাকাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলী।

www.amarboi.org

অর্থ : আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। আল্লাহ শ্রেষ্ঠ। হে আল্লাহ কবুল করুন আমার এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে।

৯৮. জান্নাত লাভের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسَ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতাল ফিরদাউস।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার জান্নাতুল ফিরদাউস প্রার্থনা করছি। (তিরমিযী)

৯৯. হেফাযতের দু'আ (৩ বার)

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হিললাযী লা- ইয়াদুররু মায়া ইসমিহী শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিসসামা-ই ওয়া হুআস সামীউল 'আলীম।

অর্থ : আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি) যাঁর নামের সাথে জমিনে বা আসমানে কোন কিছুই কোন ক্ষতি করতে পারে না এবং তিনি মহাশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।

হুজুর সা. বলেন কেউ সকাল সন্ধ্যায় ৩ বার পাঠ করলে ঐ দিন ও রাতে কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না। (তিরমিযী ৩৩৮৮, আবু দাউদ ৫০৮৮)

১০০. আনন্দ লাভের দু'আ (৩ বার)

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ـ

উচ্চারণ : রদীতু বিল্লা-হি রব্বাও, ওয়া বিল-ইসলামি দীনাও ওয়া বিমুহাম্মাদিন নাবিয়্যা।

অর্থ : আল্লাহকে প্রভু হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে ও মুহাম্মদ সা. কে নবী হিসেবে গ্রহণ করে আমি সন্তুষ্ট ও খুশি হয়েছি।

www.amarboi.org

আবু সাল্লাম রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় এ বাক্য (৩ বার) বলে, তবে আল্লাহর উপর হক হয়ে যায় যে, তিনি উক্ত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট ও খুশি করবেন। (মুসনাদে আহমাদ ৪/৩৩৭, তিরমিযী ৩৩৮৯)

১০১. নামাযে রুকু থেকে দাঁড়িয়ে এ অবস্থায় দু'আ

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ ـ

উচ্চারণ : রব্বানা ওয়া লাকালহামদু হামদান কাছীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহি।

অর্থ : হে আমাদের প্রভু! তোমার জন্য সব প্রশংসা, পবিত্রতা বরকতময়তা।

১০২. সিজদারত অবস্থায় দু'আ ও যিকির

١ـ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ ـ

উচ্চারণ : সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রব্বুনা ওয়া রব্বুল মালা-ইকাতি ওয়াররূহ।

অর্থ : আমাদের প্রভু, ফেরেশতাগণের ও রূহের প্রভু অত্যন্ত পবিত্র ও পরম পবিত্র। (মুসলিম, সূত্র : রিয়াদুস সালেহীন, হাদীস ১৪২৬)

٢ـ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ـ

উচ্চারণ : সুবহা-নাকা ওয়া বিহামদিকা লা- ইলা-হা ইল্লা আন্তা।

অর্থ : তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা করছি, তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। (মুসলিম, সূত্র রিয়াদুস সালেহীন, হাদীস ১৪৩০)

٣ـ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ـ

উচ্চারণ : সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী।

www.amarboi.org

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র আমাদের প্রতিপালক এবং প্রশংসা আপনারই। হে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিন। (বুখারী ও মুসলিম, সূত্র : রিয়াদুস সালেহীন, হাদীস ১১৪, ১৪২৫)

٤. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهُ دَقَّهُ وَجِلَّهُ وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ ـ

* উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফিরলী যাম্বী কুল্লাহু দাক্কাতান, ওয়া জিল্লাতান ওয়া আউয়ালাহু ওয়া আখিরাহু ওয়া আলানিয়াতাহু ওয়া সিররাহু।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দাও, ছোট গোনাহ, বড় গোনাহ, আগের গোনাহ, পরের গোনাহ, প্রকাশ্য এবং গোপন গোনাহ। (মুসলিম ১/৩৫০)

يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ ـ

উচ্চারণ : ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বইয়ূম।

অর্থ : হে চিরজীবী, হে চিরস্থায়ী।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফিরলী মা আসরারতু ওয়ামা আলানতু।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার গোপন ও প্রকাশ্য গোনাহ মাফ কর।

১০৩. নামাযে দুই সিজদার মাঝে বসা অবস্থায় দু'আ

رَبِّ اغْفِرْلِىْ رَبِّ اغْفِرْلِىْ ـ

উচ্চারণ : রব্বিগফিরলী রব্বিগফিরলী।

অর্থ : হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন। হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন।

অথবা

www.amarboi.org

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফিরলী, ওয়ার হামনী, ওয়াহদিনী ওয়া 'আফিনী ওয়ারযুকনী।

অর্থ : হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করুন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমাকে সার্বিক নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

১০৪. তাশাহুদের দু'আ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

উচ্চারণ : আত্তাহিয়্যাতু লিল্লা-হি ওয়াস্সালাওয়াতু ওয়াত্তায়্যিবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকাতুহ। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লা-হিস সালিহীন। আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ : সমস্ত সম্মান, ইবাদত ও পবিত্র বিষয়াদি আল্লাহরই জন্যে নির্দিষ্ট। হে নবী, আপনার উপর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের ও আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতিও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সা. আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ)

১০৫. নামাযে তাশাহহুদের পর দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ـ

www.amarboi.org

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আ'ইন্নী 'আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি 'ইবাদাতিকা।

অর্থ : হে আল্লাহ তুমি আমাকে সাহায্য কর, তোমার যিকির করা, তোমার শোকর আদায় করা ও উত্তমভাবে তোমার ইবাদত করার জন্য। (আবু দাউদ; সূত্র : রিয়াদুস সালেহীন, হাদীস ১৪২২)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল কুফরি ওয়াল ফাকরি, ওয়া 'আযা-বিল ক্বরি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই কুফরি থেকে, অভাব-অনটন থেকে এবং কবরের আযাব থেকে। (নাসাঈ, সূত্র : মিশকাত)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু তাবারাকতা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম।

অর্থ : হে আল্লাহ আপনিই শান্তি আপনার থেকেই শান্তি হে মহামর্যাদা প্রদানের অধিকারী আপনি বরকতময়। (মুসলিম)

দু'আ মাছুরা [২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন]

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া আউযুবিকা মিনান্নার।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে বেহেশতের প্রার্থনা করছি এবং দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-২/৩২৮)

১০৬. কুনুতে নাযেলা

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ

www.amarboi.org

وَعَدُوِّهِمْ ـ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ اَهْلَ كِتَابِ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَائَكَ ـ اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِىْ لاَ تَرُدُّهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ اِنَّ نَسْتَعِيْنُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَلاَ نَكْفُرُكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّا عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، اَللّٰهُمَّ عَذِّبْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ. (رواه البيهقى)

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اَهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ أَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ ـ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِىَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابَ أَهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ. (متفق عليه)

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগ ফিরলানা ওয়া লিলমু'মিনা ওয়াল মু'মিনাত, ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাত, ওয়া আল্লিফ বাইনা কুলূবিহিম ওয়া আসলিহ যাতা বাইনিহিম ওয়ানসুরহুম 'আলা-আদুববিকা ওয়া আদুববিহিম আল্লাহুম্মাল 'আন আহলা কিতাবিল-লাযীনা ইয়াসুদ্দূনা 'আন সাবীলিক, ওয়া ইউকাযযিবূনা রুসুলাক, ওয়া ইউক্বা-তিলূনা আওলিয়াআক।

আল্লাহুম্মা খা-লিফ্ বাইনা কালিমাতিহিম ওয়া যালযিল আক্বদামাহুম, ওয়া আনযিল বিহিম বা'সাকাল লাযী লা-তারুদদুহু 'আনিল ক্বওমিল মুজরিমীন।

বিসমিল্লা-হির রাহমানির রহীম। আল্লা-হুম্মা ইন্না নাসতা'ঈনুকা ওয়া নু'মিনু

www.amarboi.org

বিকা ওয়ানাতাওয়াককালু 'আলাইক, ওয়া নুছনী 'আলাইকাল খাইরা ওয়ালা- নাকফুরুকা বিসমিল্লা-হির রাহমানির রাহীম, আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া লাকা নুসাল্লী ওয়া নাস্‌জুদু, ওয়া ইলাইকা নাস্‌আ' ওয়া নাহফিদু ওয়া নার্‌জূ রাহ্‌মাতাক, ওয়া নাখশা 'আযাবাক, ইন্না- 'আযাবাকাল জিদ্দা বিল কুফফারি মুলহিক্ব, আল্লাহুম্মা 'আযযিব কাফারাতা আহ্‌লিল কিতাবিল্লাযীনা ইয়াসুদদূনা 'আন সাবীলিক। (বায়হাকী)

আল্লাহুম্মা মুনযিলাল কিতাব, সারীআ'ল হিসাব, আহ্‌যিমিল আহযাবা আল্লাহুম্মা আহযিমহুম ওয়া যালযিলহুম আল্লাহুম্মা মুনযিলাল কিতাব, ওয়া মুজরিইয়াস সাহাব, ওয়া হাযিমাল আহযাব, আহযিমহুম ওয়ানসুরনা 'আলাইহিম। (বুখারী, মুসলিম)

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন সকল মুমিন ও মুসলিম নর-নারীকে। হে আল্লাহ! আপনি মুসলিমদের অন্তরে ভ্রাতৃত্বভাব সৃষ্টি করে দিন এবং তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিন। হে আল্লাহ! আপনার শত্রু ও মুসলিমের শত্রুর বিরুদ্ধে আপনি মুসলিমদেরকে সাহায্য করুন। ঐসব আহলে কিতাবের উপর অভিশাপ করুন, যারা আপনার পথে বাধা প্রদান করে, আপনার রাসূলদেরকে অস্বীকার করে এবং আপনার ওয়ালীদের সাথে যুদ্ধ করে। হে আল্লাহ! আপনি তাদের পরিকল্পনা ভেঙ্গে চৌচির করে দিন, তাদের পা কাঁপিয়ে তুলুন এবং তাদের উপর আপনার এমন শাস্তি অবতীর্ণ করুন, যা অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর অবতরণ করলে ফেরত নেন না।

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমরা আপনার নিকট সাহায্য চাই। আপনার উপর বিশ্বাস রাখি, আপনার উপরই ভরসা করি। আপনার কল্যাণের প্রশংসা করি এবং আমরা আপনার কুফরি করি না। পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র আপনারই 'ইবাদত করি, আপনার জন্যই সালাত আদায় করি, আপনার জন্য সাজদা করি এবং আপনার নিকট ফিরে যাওয়ার সর্বচেষ্টা করি। আপনার রহমাতের আশা এবং আপনার শাস্তির ভয় করি। নিশ্চয়ই কাফিরদের উপর আপনার কঠিন শাস্তি অর্পিত হোক। হে আল্লাহ! আহলে

www.amarboi.org

কিতাবদেরকে শাস্তি দান করুন, যারা অস্বীকার করে এবং আপনার পথে বাধা সৃষ্টি করে। (বায়হাকী)

হে আল্লাহ, কিতাব অবতীর্ণকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী! আমাদের সাথে ষড়যন্ত্রকারী দলকে পরাস্ত করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাদের পরাস্ত করুন, তাদের ভীতি প্রদর্শন করুন। হে আল্লাহ, কিতাব অবতীর্ণকারী, বৃষ্টি বর্ষণকারী, ষড়যন্ত্রকারী দলকে পরাস্তকারী! আপনি তাদের পরাস্ত করুন, তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন। (বুখারী, মুসলিম)

মুসলিম সম্প্রদায়কে ইসলামবিরোধী শক্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করে এই দু'আটি করা যাবে।

১০৭. ৯৯ টি রোগের নিরাময় ও দুশ্চিন্তা দূর করার আমল

(লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ) لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰه ـ

অল্প সময়ে পড়ার মতো একান্তই সহজ এই বাক্যটিকে হাওকালাহ্ বলা হয়। এ বাক্যটির মূল কথা হলো, যে কোনো ধরনের শক্তি-সামর্থ্য, ক্ষমতা, হিম্মত, উৎসাহ-উদ্দীপনা, সৃজনশীলতা, প্রতিভা, যোগ্যতা, সাহায্য-সহযোগিতা সকল কিছুই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকেই লাভ করা যায়। একমাত্র তিনিই এ সব দেয়ার মালিক, অন্য কারো পক্ষে এ সব কিছু দান করা সম্ভব নয়।

এই ছোট্ট বাক্যটি ১ বার উচ্চারণ করতে মাত্র চার-পাঁচ সেকেণ্ড সময় এবং ১০০ বার পড়তে কয়েক মিনিট সময় ব্যয় হতে পারে। হাদীস শরীফে এ বাক্যটিকে আল্লাহর আরশে আযীমের খাজানা বা ট্রেজারি বলা হয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে একে জান্নাতের দরজা বলা হয়েছে। (বুখারী, হাদীস নং ৬৩৮৪, মুসলিম, হাদীস নং ২৭০৪)

আরেক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

مَنْ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰه ـ وَلاَ مَلْجَأَ مِنَ اللّٰه اِلاَّ اِلَيْه كَشَفَ عَنْهُ سَبْعِيْنَ بَابًا مِّنَ الضُّرِّ أَدْنَا هُنَّ الْفَقْرُ ـ

যে ব্যক্তি 'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হি ওয়ালা মালজাআ

www.amarboi.org

মিনাল্লা-হি ইল্লা ইলাইহি' (যাবতীয় শক্তি ক্ষমতা, সামর্থ্য, যোগ্যতা একমাত্র মহান আল্লাহরই এবং তার কাছে ছাড়া অন্য কোথাও আশ্রয় গ্রহণের জায়গা নেই) পড়বে সে ব্যক্তির ৭০ প্রকার পেরেশানি দূর করে দেয়া হবে, যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট্ট পেরেশানি হলো দরিদ্রতা ও অসহায়ত্ব।

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এ বাক্যটি একবার পড়লে ৭০ প্রকার অস্থিরতা দূর হয়ে যাবে এবং এই ৭০ ধরনের অস্থিরতায় মধ্যে অনেক ছোট্ট দিকটি হলো রিযক বা ধন সম্পদের জন্য মানুষ যে ধরনের দুঃখ-যন্ত্রণা ও অস্থিরতা অনুভব করে থাকে। হাদীসে আরো বলা হয়েছে ঃ

مَنْ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ كَانَ دَوَاءً مِّنْ تِسْعَةٍ وَّتِسْعِيْنَ دَاءً أَيْسَرُهَا الْهَمُّ ـ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হি' পড়বে, তার ৯৯ টি রোগ ও অস্থিরতার অবসান ঘটবে। এর মধ্যে সব থেকে ছোট্ট রোগ ও অস্থিরতা হলো দুঃখ যন্ত্রণাবোধ। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৮, তারগীব, হাদীস নং ২৩৪৬, হাকেম, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৫৪২)

এক কথায় যে কোনো ধরনের দুঃখ-যন্ত্রণা, রোগ-ব্যাধি, বিপদ-মুসিবতসহ সকল কিছুর প্রতিষেধক হলো এই হাওকালাহ্। প্রয়োজন শুধু মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি গভীর আস্থাশীল হয়ে একনিষ্ঠভাবে উক্ত বাক্যটি বিনয়ের সাথে পড়া।

১০৮. আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি গুণবাচক নাম

১. ইয়া আল্লাহু = হে আল্লাহ, ২. ইয়া খালিকু = হে সৃষ্টিকারী, ৩. ইয়া মালিকু = হে মালিক, ৪. ইয়া রাযযাকু = হে রিযিকদাতা, ৫. ইয়া হাকিমু = হে মহাজ্ঞানী, ৬. ইয়া হাকামু = হে আদেশ প্রদানকারী, ৭. ইয়া রব্বু = হে প্রতিপালক, ৮. ইয়া ইলাহু = হে একমাত্র উপাস্য, ৯. ইয়া ওয়ালীয়ূ = হে বন্ধু, ১০. ইয়া মাওলা = হে পৃষ্ঠপোষক, ১১. ইয়া আযীযু = হে মহাক্ষমতাশালী, ১২. ইয়া জাব্বারু = হে পরম প্রতাপশালী, ১৩. ইয়া কাহহারু = হে পরম পরাক্রমশালী, ১৪. ইয়া কাহিরু = হে সর্বশক্তিমান, ১৫. ইয়া ক্বায়ীইউ = হে পরম শক্তিশালী, ১৬. ইয়া শাদীদু = হে অত্যন্ত

www.amarboi.org

কঠোর, ১৭. ইয়া রাহমানু = হে দয়াময়, ১৮. ইয়া রাহীমু = হে দয়ালু, ১৯. ইয়া কুদ্দুসু = হে মহাপবিত্র, ২০. ইয়া সালামু = হে শান্তিময়, ২১. ইয়া মুমীনু = হে নিরাপত্তা দানকারী, ২২. ইয়া মুহাইমিনু = হে রক্ষাকারী, ২৩. ইয়া মুতাকাব্বিরু = হে গৌরবান্বিত, ২৪. ইয়া বারিউ = হে নির্মাণকারী, ২৫. ইয়া মাছাওয়িরু = হে আকৃতিদাতা, ২৬. ইয়া ক্বাদেরু = হে শক্তিশালী, ২৭. ইয়া কাদীরু = হে পরাক্রমশালী, ২৮. ইয়া আলিমু = হে জ্ঞানদানকারী, ২৯. ইয়া 'আলীমু = হে মহাজ্ঞানী, ৩০. ইয়া হাফেযু = হে প্রতিরক্ষাকারী, ৩১. ইয়া হাফীযু = হে হেফাযতকারী, ৩২. ইয়া শাহীদু। = হে শ্রেষ্ঠ সাক্ষী, ৩৩. ইয়া হাকীমু = হে মহাজ্ঞানী, ৩৪. ইয়া খাল্লাকু = হে সৃষ্টিকর্তা, ৩৫. ইয়া মুকতাদিরু = হে শক্তির আধার, ৩৬. ইয়া শাকিরু = হে সঠিক মূল্যায়নকারী, ৩৭. ইয়া শুকুরু = হে কৃতজ্ঞতা গ্রহণকারী, ৩৮. ইয়া সামীয়ু = হে সর্বশ্রোতা, ৩৯. ইয়া বাসিরু = হে সর্বদর্শী, ৪০. ইয়া গাফুরু = হে পরম ক্ষমাশীল, ৪১. ইয়া গাফফারু = হে অতিশয় ক্ষমতাশালী, ৪২. ইয়া হালীমু = হে পরম ধৈর্যশীল, ৪৩. ইয়া খাবীরু = হে সর্বজ্ঞ, ৪৪. ইয়া রাউফু = হে পরম স্নেহশীল, ৪৫. ইয়া মুহীতু = হে পরিবেষ্টনকারী, ৪৬. ইয়া কাবীরু = হে মহত্তম, ৪৭. ইয়া আলিয়ু = হে উন্নত, ৪৮. ইয়া মুতায়ালু = হে সর্বপ্রধান, ৪৯. ইয়া আ'লা = হে প্রধান, ৫০. ইয়া গাফিরু = হে ক্ষমাশীল, ৫১. ইয়া নাসীরু = হে সাহায্যকারী, ৫২. ইয়া রাকীবু = হে পর্যবেক্ষণকারী, ৫৩. ইয়া মুজীবু = হে কবুলকারী, ৫৪. ইয়া মাতীনু = হে সুদৃঢ়কারী, ৫৫. ইয়া আযীমু = হে সুমহান, ৫৬. ইয়া ওয়াছিয়ু = হে প্রশস্তকারী, ৫৭. ইয়া হাইয়ু = হে চিরঞ্জীব, ৫৮. ইয়া কাইয়ূমু = হে চিরস্থায়ী, ৫৯. ইয়া হাক্কু = হে মহাসত্য, ৬০. ইয়া মুবীনু = হে সত্য প্রকাশক, ৬১. ইয়া গানিয়্যু = হে ধনী, ৬২. ইয়া হামীদু = হে প্রশংসাকারী, ৬৩. ইয়া মাজীদু = হে মহা-মহিমান্বিত, ৬৪. ইয়া ওয়ারেছু = হে স্বত্বাধিকারী, ৬৫. ইয়া মুহইউ = হে জীবনদাতা, ৬৬. ইয়া ফাতিরু = হে স্রষ্টা, ৬৭. ইয়া আউয়ালু = হে আদি, ৬৮. ইয়া আখিরু = হে সর্বশেষ, ৬৯. ইয়া যাহিরু = হে প্রকাশকারী,, ৭০. ইয়া বাতিনু = হে গোপনকারী, ৭১. ইয়া বাদীউ = হে জনক, ৭২. ইয়া রাফীউ = হে উন্নতকারী, ৭৩. ইয়া

www.amarboi.org

নূরু = হে জ্যোতির্ময়, ৭৪. ইয়া আকরামু = হে সম্মানিত, ৭৫. ইয়া সামাদু = হে অমুখাপেক্ষী, ৭৬. ইয়া তাউয়াবু = হে পবিত্র, ৭৭. ইয়া ওয়াহহাবু = হে দানশীল, ৭৮ ইয়া মুকীতু = হে শক্তিদাতা, ৭৯ ইয়া কারীমু = হে পরম অনুগ্রহকারী, ৮০ ইয়া ক্বারীবু = হে অতিনিকট, ৮১. ইয়া ওয়াকীলু = হে অভিভাবক, ৮২. ইয়া ওয়াদূদু = হে পরম বন্ধু, ৮৩. ইয়া মুসতায়ানু = হে সাহায্যকারী, ৮৪. ইয়া হাদিয়ু = হে পথপ্রদর্শক, ৮৫. ইয়া বাররু = হে শান্তি, মঙ্গলদাতা, ৮৬. ইয়া আফিয়্যু = হে ক্ষমাকারী, ৮৭. ইয়া ফাত্তাহু = হে প্রসারকারী, ৮৮. ইয়া লাতীফু = হে কোমলময়, ৮৯. ইয়া হাসীবু = হে হিসাব গ্রহণকারী, ৯০. ইয়া জামিউ = হে একত্রকারী, ৯১. ইয়া কাফী = হে পূরণকারী, ৯২. ইয়া মুনতাকিমু = হে ছিন্নকারী, ৯৩. ইয়া গালিবু = হে প্রভাব বিস্তারকারী, ৯৪. ইয়া বাসিতু = হে প্রশস্তকারী, ৯৫. ইয়া মুনইমু হে দাতা, ৯৬. ইয়া মুইজ্জু = হে ইজ্জতদানকারী, ৯৭. ইয়া মুযিল্লু = হে বেইজ্জতদানকারী, ৯৮. ইয়া ওয়াহিদু = হে অদ্বিতীয়, ৯৯. ইয়া আহাদু = হে এক বা একক।

উল্লেখ্য যে, রাসূলে কারীম সা. বর্ণনা করেছেন : আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি গুণবাচক নাম আছে, যা দ্বারা আমাকে দু'আ চাওয়ার জন্য বলেছেন, যে ব্যক্তি এ নামগুলো পড়বে ও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করবে এবং সে অনুযায়ী কর্মসম্পাদন করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী, মুসলিম)

কালেমাসমূহ

কালেমা তাইয়িবা (পবিত্র বাক্য)

আরবী উচ্চারণ : লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসূল।

কালেমা শাহাদাত (সাক্ষ্য বাক্য)

আরবী উচ্চারণ : আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয় তার কোন শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

www.amarboi.org

কালেমা তাওহীদ (একত্ববাদ বাক্য)

আরবী উচ্চারণ : লা ইলা-হা ইল্লা আনতা ওয়াহিদাল লা ছানিয়া লাকা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লা-হি ইমামুল মুত্তাকীনা রসূলু রব্বিল আলামীন।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তুমি এক, তোমার দ্বিতীয় কেউ নেই। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সা. আল্লাহভীরুদের নেতা ও প্রতিপালকের রাসূল।

কালেমা তামজীদ (গুণ বাক্য)

আরবী উচ্চারণ : লা ইলা-হা ইল্লা আনতা নূরাই ইয়াহদিয়াল্লা-হু লিনূরিহী মাইয়াশাউ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লা-হি ইমামুল মুরসালীনা খাতামুন নাবিয়্যীন।

অর্থ : তুমি (আল্লাহ) ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি তাঁর নূর দ্বারা যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন এবং মুহাম্মাদ সা. রাসূলগণের নেতা ও সর্বশেষ নবী।

ঈমানের মুজমাল (সাধারণ বিশ্বাস)

আরবী উচ্চারণ : আমানতু বিল্লা-হি কামা হুয়া বিআসমায়িহী ওয়া সিফাতিহী ওয়া কবিলতু জামীয়া আহকামিহী ওয়া আরকানিহী।

অর্থ : আমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর সমুদয় নাম ও যাবতীয় গুণাবলীর সাথে ঈমান আনলাম এবং তাঁর যাবতীয় আদেশ ও বিধি-বিধান মেনে নিলাম।

ঈমানে মুফাসসাল (ব্যাপক বিশ্বাস)

আরবী উচ্চারণ : আমানতু বিল্লা-হি ওয়া মালায়িকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসূলিহী ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ওয়াল কাদরি খইরিহী ওয়া শাররিহী মিনাল্লা-হি তা'আলা।

অর্থ : আমি বিশ্বাস করলাম আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিশতাগণের উপর, তাঁর আসমানী কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর, পরকালের উপর এবং অদৃষ্টের ভাল মন্দের উপর যা আল্লাহ পাকের নিকট থেকে হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর রাসূল সা. কালেমাগুলোর আমল বেশী বেশী করে করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

www.amarboi.org

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
মগবাজার ▮ বাংলাবাজার ▮ কাঁটাবন
E-mail: ahsan_publication@yahoo.com